যুগান্তর

প্রিন্ট: ২০ জুলাই ২০২৬, ১০:৪১ এএম

শিক্ষাঙ্গন

সব সরকারি কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে সরকারের ৩ নির্দেশনা

যুগান্তর প্রতিবেদন

প্রকাশ: ১১ জুলাই ২০২৬, ০১:৪৯ পিএম

পরবর্তী খেলাসমূহ

সরকারি কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর আর্থিক ব্যবস্থাপনা, কর পরিশোধের তথ্য হালনাগাদ এবং ক্যাম্পাস নিরাপত্তা জোরদারে পৃথক তিনটি নির্দেশনা দিয়েছে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর। নির্দেশনাগুলোতে ২০২৫–২৬ অর্থবছরের ১২ মাসের হিসাব বিবরণী ও কর ব্যতীত রাজস্ব (নন-ট্যাক্স রিটার্ন) পাঠানো, পৌর কর ও ভূমি উন্নয়ন করের হালনাগাদ তথ্য জমা দেওয়া এবং নিরাপত্তা প্রহরীদের দায়িত্ব পালনে আরও সচেষ্ট করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

মাদ্রাসার অব্যবহৃত জমিতে খেলার মাঠ তৈরির নির্দেশ

অধিদপ্তরের প্রশাসন ও হিসাব শাখা থেকে সম্প্রতি জারি করা পৃথক তিনটি অফিস আদেশে এসব নির্দেশনা দেওয়া হয়।

এক নির্দেশনায় বলা হয়েছে, ২০২৫–২৬ অর্থবছরের বরাদ্দকৃত বাজেটের ১২ মাসের হিসাব বিবরণী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার স্বাক্ষরসহ প্রস্তুত করতে হবে। একই সঙ্গে কর ব্যতীত রাজস্ব (নন-ট্যাক্স রিটার্ন) আদায়ের তথ্যও পাঠাতে হবে। এসব তথ্যের সফটকপি dtead1@gmail.com ঠিকানায় এবং হার্ডকপি আগামী ১২ জুলাইয়ের মধ্যে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রাথমিকে নিরাপত্তা ব্যবস্থার বড় ঘাটতি

আরেক নির্দেশনায় বলা হয়েছে, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোর পৌর কর (কোড-৩৮২১১০৩) ও ভূমি উন্নয়ন কর (কোড-৩৮২১১০১) বাবদ বাজেট বরাদ্দ দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের হালনাগাদ তথ্য প্রয়োজন। এ কারণে সরকারি পলিটেকনিক,

মনোটেকনিক ইনস্টিটিউট এবং সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজগুলোকে প্রমাণকসহ পৌর কর ও ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের সর্বশেষ তথ্য অধিদপ্তরে পাঠাতে বলা হয়েছে।

মেয়াদ শেষের আগেই চাকসুর জিএসের ছাত্রত্ব শেষ

অন্য একটি নির্দেশনায় প্রতিষ্ঠানপ্রধানদের নিরাপত্তা প্রহরীদের দায়িত্ব পালনে আরও সচেষ্ট করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এতে উল্লেখ করা হয়, গত ১৭ জুন অনুষ্ঠিত কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মাসিক সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে নিরাপত্তা প্রহরীদের দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করতে হবে। এ বিষয়ে প্রতিষ্ঠানপ্রধানদের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য বলা হয়েছে।

নির্দেশনাগুলো সরকারি পলিটেকনিক ও মনোটেকনিক ইনস্টিটিউট, টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ভোকেশনাল টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজসহ সংশ্লিষ্ট সব প্রতিষ্ঠানে পাঠানো হয়েছে।